আগ্নেয়াস্ত্রের বদলে আসছে তথ্যাস্ত্র

নাজীমউদ্দিন মোস্তান

রাজনীতিতে তথ্য প্রযুক্তি ঃ বিএনপি ছিল অগ্রসর, এখন আওয়ামী লীগ

তথ্যপ্রযুক্তি রাজনৈতিক যুদ্ধ ও ভোটযুদ্ধে সর্বাধুনিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে উন্নত বিশ্বে, বিশেষ করে মার্কিন নির্বাচন '৯২-তে তা বিস্ময়কর রূপ নিয়েছে। তথ্যের প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ব্যবহার বিনা রণে পতন ঘটিয়েছে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংগ্রামে কমপিউটার, স্যাটেলাইট, ফাইবার অপটিক, টিভি, টেলিফোনের সাথে সঠিক তথ্য সঠিক সময়ে উপস্থাপনের কৌশল ব্যবহার যখন এক অভ্রান্ত হাতিয়ারের নিয়েছে, তখন বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনে তথ্য ও প্রযুক্তি কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার কতখানি?

আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক পরামর্শদাতাদের একজন স্বীকার করেছেন, বিএনপি তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে আওয়ামী লীগের চাইতে চৌকষ বলেই ৭০ ও ৮০-র দশকের পর '৯০-এর দশকেও তারা আওয়ামী লীগের উপর জয়ী হতে পেরেছে। আর দশটা কারণের সাথে বিএনপির তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের দিকটিও তার জয়লাভ ও টিকে থাকার অন্যতম কারণ। প্রতিপক্ষ স্বীকার করেন, সামরিক বাহিনীর পটভূমি থেকে আগত জেনারেল তার ষ্টাফ সিস্টেম বা বিশেষজ্ঞ উপদেশকমণ্ডলী রীতি রাজনীতিতে ব্যবহার করেছেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। সেটা বিএনপিই করেছে প্রথম। গোয়েন্দা বিভাগের হাতে বিদ্যমান অপরিমেয় রাজনৈতিক তথ্য সুকৌশল ও কৌশলপূর্ণভাবে প্রচার করার মাধ্যমে বিএনপি ও তার নেতৃত্ব যখন এগিয়ে যায় তার জবাবে আওয়ামী লীগ এতথ্য ভুলে ধরতে পারেনি যে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বৃহদাকার সেতু নির্মাণে আওয়ামী লীগের শাসনামল যে সাফল্য অর্জন করেছে, গতি ও ব্যাপকতায় তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন শ্রেষ্ঠ ও দক্ষতম পরাশক্তির যোগ্যতারও অধিক। মন্ত্রণালয় ও দফতরগুলো ছাড়াও ৭১ পরবর্তী পুনর্গঠনের বৎসরগুলিতে বিভিন্নখাতে নেতৃত্বদানকারী ব্যুরোক্র্যাট ও টেকনোক্র্যাটদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আওয়ামী লীগ এখন, ১৯৯২ সনে গড়ে তুলছে তার ইনফরমেশন আর্সেনাল তথ্যের অস্ত্রাগার এবং তথ্যাস্ত্র সজ্জিত তথ্যদুর্গ থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা আগামী দিনগুলোতে, বিশেষ করে পরবর্তী নির্বাচনে যেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারেন, সেজন্য উপদেষ্টারা কাজ করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ তার দলের ও নিকটতম দলগুলির প্রতিটি নেতা ও মাথাতোলা কর্মীর রাজনৈতিক জীবন ও ব্যক্তি জীবনের সুচারু, প্রকাশ্য ও গোপন তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলছে কমপিউটারে। এসব নেতা ও কর্মী দলবদল করলে কিংবা সুর পাল্টালে তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। এখন প্রাত্যহিক ঘটনাবলী সংবাদপত্র, বেতার, আন্তর্জাতিক মাধ্যম ও দলীয় চিঠিপত্র থেকে বিষয়ওয়ারী সূচীবদ্ধ করার কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এ হাত দিয়েছে আওয়ামী লীগ। জাতীয় সংসদে ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের তৎপরতা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রদলের ও শিবিরের সন্ত্রাসের ঘটনাবলীর যে তালিকা তাৎক্ষণিকভাবে সংসদে উপস্থাপন করেন তা কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে পাওয়া তথ্য প্রযুক্তির ফসল। সন্ত্রাস মূলক অপরাধী দমন বিল ১৯৯২ নিয়ে ২৭শে অক্টোবর শেখ হাসিনা যে অনবদ্য তথ্যভিত্তিক বক্তব্য রাখেন তাও তথ্যপ্রযুক্তির অবদানে সমৃদ্ধ।

কিন্তু বিএনপি এসব রীতি পদ্ধতি ব্যবহারে আরও সিদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে যারা পরামর্শ দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন কমপিউটার প্রযুক্তির প্রয়োগে তথ্য ভাণ্ডার সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণে পারদর্শী। তথ্য ও গবেষণা সেলের বিএনপির নেতাদের কেউ কেউ রাজনৈতিক দলনপীড়নের দিনগুলোতে আত্মগোপনের অখণ্ড অবকাশ কাটাতেন মফস্বলে সংগঠন বিস্তার এবং শহরে কমপিউটারে রাজ্যের তথ্য বিশ্লেষণে। কিন্তু বাইরে এরা ভীষণ চাপা স্বভাবের মানুষ। নুরুলইসলাম শিশু মিয়া হতে শুরু করে অনেকেই বিএনপির তথ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এসব তথ্য এখন জনগণের কাছে বাসী মনে হয়। বিএনপি এখন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের তথ্য নেটওয়ার্কের সুবিধা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় তথ্যাদি নাগালে পাচ্ছে আবার কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের সময় সংসদ গ্রন্থাগার ওলটপালট করে, মন্ত্রণালয়ের তথ্য পুনরায় স্ক্যানিং করে দেখা গেছে, জিয়াউর রহমানের আমলে আওয়ামী লীগকে ঘায়েল করার সব তথ্য প্রায় ব্যবহার হয়ে গেছে। বিএনপির এখনকার দুর্বলতা হলো, তার প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের ৮০-র দশকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোছানো তথ্যের অভাব তবে জাতীয় পার্টিকে ঘায়েল করার তাজা তথ্যাস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে হাতে আছে তাদের। জামায়াতে ইসলামী ট্রাডিশনাল ফাইলপত্র নথি সিস্টেমের সাথে সাংগঠনিক তথ্য ধারণে কমপিউটার ব্যবহার শুরু করেছে। সেনাবাহিনীর পটভূমি থেকে আসা ফ্রিডম পার্টির নেতারা কমপিউটার ব্যবহার করতেন ব্যাপকভাবে। এরশাদ তা করতেন প্রশাসনের কাজ ও গোয়েন্দাবৃত্তিমূলক তথ্য সংরক্ষণে। কোন কোন মন্ত্রণালয়ের বড় বড় কেনাকাটা কবে কোন তারিখে হবে, সম্ভাব্য সরবরাহ বা চুক্তি সম্পাদনকারীরা কোন দর দেবেন, তার ফলে তাদের মুনাফা কত হবে — তা এরশাদ এক মিনিটে বলে দিতে পারতেন। এরশাদের তথ্যপ্রযুক্তি জাতীয় পার্টিকে ততটা সমৃদ্ধ করেনি, কিন্তু ব্যক্তিগত অর্থ ও তথ্য অনুসন্ধানের

নিম্নোক্ত ৫টি প্রশ্ন নিয়ে কমপিউটার জগৎ যাবে জাতীয় নেত্রীবৃন্দ ও নেতৃবৃন্দের কাছে। রাজনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও নির্বাচন বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিত্ববর্গ এ ৫টি প্রশ্নের জবাব দিয়ে কমপিউটার জগতের পরবর্তী প্রচ্ছদ কাহিনীতে যুক্ত হতে পারেন।

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন '৯২ তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ করে কমপিউটার, স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক, টিভি, টেলিফোনের ভোটযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এ প্রযুক্তি প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় সুলভ এবং তা প্রয়োগের মত দক্ষ জনশক্তি বাংলাদেশে আছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সংগঠন, সংসদীয় কার্যক্রম, জনসংযোগ, নির্বাচন, জনপ্রচার ও তার জবাবদানের ক্ষেত্রে আপনারা এ ধরণের আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করার কোন পর্যায়ে আছেন? আপনার কি মনে হয়, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মত রাজনৈতিক নির্বাচনেও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ এদেশে ধীরে ধীরে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এ লক্ষ্যে আপনারা কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

২। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তিনজন প্রার্থী— বুশ, ক্লিনটন, পেরো তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহারে সমগ্র দেশকে সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনার অঙ্গীকার করেছেন। ঢাকায় একজন মুক্তিযোদ্ধা ও কমপিউটার বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এক বৎসরের মধ্যে উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে যে অগ্রগতি ঘটবে তার প্রভাব পড়বে বিশ্বজোড়া। গ্রন্থাগার, প্রশাসন, অর্থ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, রাজনীতি সবকিছু তথ্য প্রযুক্তিতে অখণ্ড হয়ে উঠবে। এর সামনে বাংলাদেশের মত দেশ প্রযুক্তির চিরদাসত্বের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারে। এ দেশের শাসন ও সংসদীয় ক্ষমতার অধিকারী নেতা নেত্রী হিসাবে আপনারা এ ধরণের প্রযুক্তিগত রূপান্তরের কোন অঙ্গীকার নির্বাচনী ইশতেহারে করেছেন কি? আসন্ন বিশ্বজোড়া অগ্রগতির মুখে টিকে থাকার জন্য দেশকে আপনারা ও আপনাদের দল প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কীভাবে নেতৃত্ব দেবেন, কমপিউটার জগতের পাঠকেরা খানিকটা বিশদে তা জানতে ইচ্ছুক।

৩। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে অজস্র স্তরে অজস্র মানুষের সাথে মতামত বিনিময়ের সুযোগ সমৃদ্ধ এ ব্যবস্থা রাজনীতি ও প্রশাসনের জন্য জরুরী। এ প্রযুক্তির খরচ এত কম যে, যে কোন দল তা প্রয়োগ করতে পারে। আপনারা এ ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োগের দক্ষ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বদের রাজনীতি ও প্রশাসনে যুক্ত করেছেন কি? করলে তা কতটা, কীভাবে? না করলে, ভবিষ্যত কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৪। আপনাদের প্রতিপক্ষ দলীয় ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে অনুরূপ প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করলে আপনারা তার প্রতি সমর্থন দেবেন কি? এবং নিজেরা সমতুল্য কর্মসূচী গ্রহণ করে প্রযুক্তিগত বিকাশে সহায়তা করবেন কি?

৫। বুশ – ক্লিনটন – পেরোর বিতর্ক ঢাকায় জনগণ দেখেছেন আমাদের উপনির্বাচনের চাইতে নিবিড় ভাবে। তথ্য প্রযুক্তির গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও ধারণাকে এগিয়ে দিচ্ছে বিরাট ভাবে। এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী?

শক্তি বাড়িয়েছিল— নিদারুণভাবে।

আমেরিকার নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে তুলনা করলে আমাদের রাজনীতির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের এই করিৎকর্মা কাজগুলোকেও মনে হবে প্রস্তর যুগের বা খাদ্য আহরণ যুগের আদিম (primitive) কাজ। খাদ্য সংগ্রহ যুগের মত আমাদের রাজনীতি ও নেতৃত্বের তথ্য শক্তি এখন পর্যন্ত তথ্যের ছিটেফোঁটা সংগ্রহ ও লোষ্ট্রপ্রস্তর নিক্ষেপের মত অতি সাধারণ প্রয়োগের স্তরে সীমাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে কর্মজীবী জনশক্তির শতকরা ৫২ শতাংশ তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পুনরুৎপাদন, প্রচার ও প্রসারে কাজ করে, সেখানে তথ্যকে রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ব্যবহার বিস্ময়কর। তার প্রযুক্তি স্তর ও নেটওয়ার্ক বাংলাদেশকে পর্যন্ত আওতাভুক্ত করে ফেলে। ক্লিনটন, বুশের ভোটযুদ্ধ পৌরীপুরের উপনির্বাচনের চাইতে বেশী আপ্লুত ও আকৃষ্ট করে বাংলাদেশের নগর জনপদের রাজনীতিক ও তার কর্মীদের। বাংলাদেশে তেমন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের সামনে বাধা হলো, (১) টিভি-বেতারের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ। (২) তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্কের সাথে ব্যাপক জনগণের সংযোগ না থাকা। (৩) টেলিফোন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও ঝক্কাট। বিশেষজ্ঞ মহল এসব যুক্তিকে রাজনীতিকদের খোঁড়া যুক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন, (ক) দেশের রাজনীতিক ও কর্মীরা গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত টিভি বেতারের আওতায় আছেন। মক্কেল-মিয়া সম্পর্কের ভিত্তিতে বাংলাদেশে রাজনীতি চলে। এখানে মিয়ারা টিভি বেতারের আওতায় এলে তাদের মক্কেলরা মিয়ার মুখে ঝালটকের স্বাদ ভাগ পাবেন। (খ) ব্যাপক জনগণ এদেশে মৌখিক যোগাযোগে নিবিড়। জনগণের সামান্য অংশ তথ্য প্রযুক্তির স্পর্শ পেলে বাকীরাও তার অংশ ভাগ পাবে। (গ) টেলিফোন ব্যবস্থা বেসরকারী খাতে নেয়া হয়েছে। অপটিক্যাল ক্যাবল বসেছে রেলপথে। তার শক্তি কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী তথ্য সরবরাহকে পল্লবিত করা যায়। সরকারী মাধ্যমের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ একটা সমঝোতায় আসতে পারে। কিন্তু এমন সমঝোতার অভাব এদেশের ভবিষ্যতের দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে। যদি তা হয় তবে, বাংলাদেশের জনমত ময়দানে না গিয়ে টিভির সামনে জড়ো হয়ে খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, মিজান, নিজামীর বিতর্ক শুনতে অবশ্যই বেশী পছন্দ করবে।

সমস্যা কিন্তু প্রযুক্তি বা তথ্যে কিংবা বিশেষজ্ঞের স্বল্পতার মধ্যে নেই। সমস্যা হলো, মানসিকতায়। আমাদের রাজনীতিকেরা তথ্যাস্ত্রে বিশ্বাস করলে ও তার শক্তি অনুধাবন করলে ভার্সিটির তরতাজা ছেলেদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিতেন না। বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী মেধাগুলি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজয়ী ইন্টেলের সর্বাধুনিক চিপ— পেন্টিয়ার (586 চিপ) উদ্ভাবক। এই মেধাগুলি দেশের জন্য খাটানোর পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব রাজনীতিকদের।

কিন্তু সমান মেধার তরুণদের আগ্নেয়াস্ত্র বহনকারীতে পরিণত করে সন্ত্রাসদমন আইন করেন রাজনীতিকেরা, এটাই এদেশের দুর্ভাগ্য। তারা ভার্সিটির ছেলেদের ডেকে বিষয়ওয়ারী প্রতিপক্ষের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা গবেষণামূলক অন্বেষার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করে তার শাণিত প্রয়োগ ও প্রতিফলনের দ্বারা জনমতকে চমৎকৃত ও শিক্ষিত করে এক আলোকিত পথে জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন।

তা না করে, কেউ নিজ ড্রইং রুম থেকে তরুণদের উপরের কক্ষে ডেকে নিয়ে জলবিদ্যুত প্রকল্প হতে গুরুত্বপূর্ণ সকল স্বদেশী স্থাপনা উড়িয়ে দেবার জন্য কম্যাণ্ডো প্রশিক্ষণে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। কেউ ক্ষমতাসীন প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার জন্য বারুদ ও অস্ত্রে ভরে তোলেন জ্ঞানদায়িনী শিক্ষাপীঠের ছাত্রাবাস। রক্তাক্ত, থেৎলানো, নিহত, আহত তারুণ্যের মরা ও আধমরা দেহের উপর দিয়ে রাজসিক বেশে এগিয়ে গিয়ে ক্ষমতা আরোহনের মধ্যেও অনুতপ্ত হন না আমাদের রাজনীতিকেরা। এই অনুতপ্তহীন, লক্ষ্যহীন মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে নাগরিক চেতনা সমৃদ্ধ রাজনীতি আসতে পারে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে। এ তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ কেবল ক্ষমতায় বসে সরকার একা নিজের জন্য করলে হবে না, সকল দল ও মতকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সুযোগ প্রদান কিংবা বিকল্প তথ্য প্রযুক্তি মাধ্যম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরোধীদলসমূহকে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে সরকারও পারেন আগ্নেয়াস্ত্রের রাজনীতিকে তথ্যাস্ত্রের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করতে। জনগণ, তারুণ্য, বিশেষজ্ঞসহ ভবিষ্যতপিয়াসী মানুষ তা চায়। রাজনীতিকেরা ভবিষ্যতপিয়াসী হবেন, না পশ্চাদমুখী থাকবেন সে প্রশ্ন নিয়েই কমপিউটার জগৎ দেশনেত্রী, জননেত্রী, জননেতাদের কাছে ৫টি প্রশ্ন রাখবে, পরবর্তী সংখ্যায় আসবে জবাব— জানা যাবে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ কী চান— তথ্যাস্ত্র না আগ্নেয়াস্ত্রের রাজনীতি? ❋

ADMISSION IN
SPECIAL COMPUTER COURSE

1. Programmer's Course [dBASE & Foxbase]
   Duration : 3 months
   Classes : 3 days/week
   Fee : Tk. 3000/-
2. Data Entry Operator's Course [WS,dBASE,Lotus & WP]
   Duration : 2 months
   Classes : 5 days/week
   Fee : 3200/-
3. Secretarial course with Computer [WS & WP]
   Duration : 2 months
   Classes : 3 days/week
   Fee : 3200/-
4. Programming in TURBO 'C'
   Duration : 3 months
   Classes : 3 days/week
   Fee : 2000/-

Normal Courses : Wordstar 4 &5 -Tk.600/- dBASE III Plus- Tk.800/-
Lotus 1-2-3 -Tk. 800/- WordPerfect 5.1 -Tk.1000/-
BASIC -Tk.1500

CONTACT IMMEDIATELY :
I C M S
Computer Training Centre
A Project of Detosearch
Mirpur 10-B, Ave: 1/ Plot 3
Dhaka-1221, Phone: 802458, 802763

(Groups form NGO's Banking Institues, Social Authorilties, Govt. Organizations are prefered.
Discounts are available for group of 8 or 16.)
Dedicated Trainer in Software & Hardware since 1989.

TOTAL SERVICES

Private security Guard,Gardener/Daily Labour & Rent A Car.
Computer Training,Photocopier, Spairal, Short-Film and Garments Accessories.
TV Antenna, Switch, Toys, Pipe, Trolly, Bottles and Handicrafts etc.

Sales	Rent & Services	Data-Entry
Computer	Computer	Bio-data
Printer	Printer	Thesis/Letter
Stabilizer	H/W Install	Payroll/GL
UPS/Fax	Consultancy	Reports & DTP
Diskette	Software Dev.	Stock/LC
Ribbon	Ribbon Re-inking	Field Report
Paper	Ribbon Re-filling	Statistical data

TRAINING

WordPerfect5.1	Telex	Basic Programming
WordStar	Fax	dBASE Programming
Lotus 1-2-3	Typing	Turbo-C
Quattro Pro 3.0	Driving	Pascal/Cobol
dBase III Plus/ IV	Shorthand	Fortran-77
Accounting	Sewing	Spss PC+

ANANTA JOTI
TOP OF THE TIME
Baitush Sheraf Mosque
Farmgate (Opposite Tejgaon PS)
149/A, Airport Road, Dhaka-1215
Branch : 73 Airport Road,
Lion Shopping Center,Dhaka.
Phone : 815445, 814253
Fax : 880-02-814253